The Financial Express

04 OCT 2025

Govt releases Tk 10b in cash incentives for exporters

FE REPORT

The government has released Tk 10 billion as the first instalment of cash incentives for the exporters in the current fiscal year (FY), sources said.

The Ministry of Finance recently issued an order to this effect.

Following the order, the Office of the Controller General of Accounts has issued a debit authority in favor of the central bank.

Like previously, there remain some specific conditions on the disbursement of the export incentive. Such cash support must be disbursed among the eligible exporters through designated banks.

Besides, the banks concerned are not entitled to utilise the fund for any other purposes, according to a source, according to the order.

The ministry in its previous order warned that legal action would be taken against banks or exporters to be found non-compliant with the existing rules and provisions.

The Bangladesh Bank (BB) will provide the incentive to the respective banks as per their requirements for disbursing the same among the eligible exporters.

Certain export-oriented sectors such as ready-made garment, frozen shrimp and other fish, leather items, jute and jute products are now entitled to get such incentives.

To encourage the country's export trade, the government had earlier decided to continue providing export incentives for 43 sectors from July 1 to December 31 in the FY 2025-26.

According to a BB circular, the rates of export incentives or cash support for different categories of exportable goods will range between 0.30 per cent and 10 per cent from July 1 to December 31.

The circular also revealed that the government would continue to provide such incentives for the first six months of the current fiscal year.

Earlier, some 43 exporting sectors availed such facility for the entire fiscal year 2024-25 (July 1, 2024 to June 30, 2025).

According to the circular, the highest 10 per cent rate of cash incentives has been fixed for exports of vegetables, fruits, and processed agricultural produce, diversified jute products, cent-percent 'halal' meat and halal meat products, accumulator batteries, leather products, potato peels, and light-engineering products.

The interim government has allocated Tk 891.62 billion for the payment of subsidies and incentives for FY 2025-26.

rezamumu@gmai.com

সমকাল

0 4 OCT 2025

রপ্তানিমুখী আরও ৭ খাতের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা

সমকাল প্রতিবেদক

দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পে বৈচিত্র্য আনতে এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) নতুন করে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুযোগ ঘোষণা করেছে। এনবিআর ঘোষিত শিডিউল-১ অনুসারে তৈরি পোশাকের বাইরে আরও সাতটি খাত এই শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় এসেছে। খাতগুলো হলো– খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প, হালকা প্রকৌশল, ইস্পাতজাত পণ্য, ইলেকট্রনিক্স, প্লাস্টিক পণ্য, আসবাবপত্র এবং চামড়াজাত পণ্য শিল্প।

শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুবিধা দিতে শুল্ক আইন ২০২৩-এর ধারা ২৫ এবং ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২-এর ধারা ১২৬(১) এর ক্ষমতা বলে গত ২৫ সেপ্টেম্বর জারি করা নতুন এসআরও অনুসারে, উল্লিখিত খাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এখন থেকে কাঁচামাল আমদানিতে কোনো ধরনের কাস্টমস শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, ভ্যাট, অগ্রিম কর ও সম্পূরক শুল্ক প্রদান করতে হবে না। তবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে সমপরিমাণ অর্থের একটি ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিতে হবে, যা নিয়ম না মানলে নগদায়ন করা হবে।

আছে শর্ত

শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানিতে উদ্যোক্তাদের কয়েকটি শর্ত মানতে হবে। যেমন– শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুবিধা নিতে হলে স্থানীয় অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বা এলসি কিংবা অগ্রিম টিটি করতে হবে। এ ছাড়া ধারাবাহিক ও নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিতে হবে, যার পরিমাণ শুল্ক ও কর এর সমপরিমাণ।

আমদানিকৃত কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত রপ্তানি পণ্যে মূল্য সংযোজন থাকতে হবে অন্তত ৩০ শতাংশ। একই সঙ্গে এ সুবিধা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এবং 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি' থাকতে হবে। দেশীয় বাজারে ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল এবং রপ্তানির জন্য আনা কাঁচামাল আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট রেজিস্টারে নথিভুক্ত রাখতে হবে। কাঁচামালের ব্যবহার হিসাব নির্দিষ্ট ফরমে (মূসক-৪.৩) আমদানির আগে জমা দিতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে অনলাইনে ভ্যাট রিটার্নের সঙ্গে নিয়মিত আপডেট দিতে হবে।

সময়সীমা ও ব্যত্যয়ের শাস্তি

আমদানীকৃত কাঁচামাল দিয়ে উৎপাদিত পণ্য অবশ্যই ৯ মাসের মধ্যে রপ্তানি করারও শর্ত দিয়েছে এনবিআর। প্রয়োজনে কাস্টমস কমিশনারের অনুমোদনে আরও তিন মাস সময় বাড়ানো যাবে।

বিশেষ পরিস্থিতিতে যেমন রপ্তানি আদেশ বাতিল হয়ে নতুন অর্ডার পেতে বিলম্ব হলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আরও সময় বাড়াতে পারে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানি না হলে, কিংবা রপ্তানি আদেশ বাতিল হলেও যথাসময়ে আবেদন না করলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করা হবে। এমনকি প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে আর এই সুবিধা ভোগের যোগ্যও হবে না।

জানতে চাইলে কর বিশেষজ্ঞ স্নেহাশীষ বড়ুয়া সমকালকে বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ আমাদের রপ্তানি ঝুড়িকে বৈচিত্র্যময় করবে। তাই উদ্যোগটি অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। এটি বহু আকাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপের শুরু। তবে এই পদক্ষেপের সম্পূর্ণ সুফল পেতে হলে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাকে ব্যবসাবান্ধব মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি রপ্তানিকারকদেরও শর্তগুলো পরিপালনে যত্নবান থাকতে হবে। আশা করি সরকার ধীরে ধীরে অনেক ম্যানুয়াল প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় করবে যাতে কমপ্লায়েন্সের খরচ কমে এবং রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়াতে নতুন রপ্তানি পণ্য যুক্ত হয়।

সরকার এই পদক্ষেপের মাধ্যমে শিল্প খাতকে স্বস্তি দেওয়ার পাশাপাশি রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে চাইছে। তবে পর্যাপ্ত মনিটরিং না থাকায় কাঁচামাল সুবিধা অপব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, এ সুবিধার অপব্যবহার ঠেকাতে কঠোর নজরদারি থাকবে। ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যবস্থা থাকায় সরকারি রাজস্ব সুরক্ষিত থাকবে। পাশাপাশি ভ্যাট কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে ডিজিটাল ট্র্যাকিংও জোরদার করা হবে।

যেসব শিল্প খাত সুবিধা পাবে না

নতুন সাত খাত রপ্তানিমুখী উৎপাদনের জন্য শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুযোগ পেলেও এমএস রড, অ্যাঙ্গেল, সিমেন্ট, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, এয়ারকন্ডিশনার, অফিস সরঞ্জাম, প্রিফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং, রং, লুব অয়েল, জ্বালানি তেল, পার্টিকেল বোর্ড ও কেবলসহ একাধিক পণ্য এই সুবিধা থেকে বাদ রাখা হয়েছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

The Daily Star
04 OCT 2025

India allows exports of de-oiled rice bran

REUTERS, *New Delhi*

India on Friday lifted its ban on exports of de-oiled rice bran with immediate effect, ending restrictions that had been in place for more than two years, the government said.

Before the ban was imposed in July 2023, India exported 500,000 metric tons of de-oiled rice bran per year, worth about 10 billion rupees, mainly to Vietnam, Thailand, and other Asian countries.

The resumption in exports will lead to higher production of both de-oiled rice bran, which is used in the cattle feed industry, and rice bran oil, industry officials said.

Prices of de-oiled rice bran have fallen by half since July 2023 to about 10,000 Indian rupees ($113) per ton, according to the Solvent Extractors' Association of India (SEA).

BV Mehta, executive director of the SEA, said exports would benefit the rice milling and solvent extraction industry, particularly in eastern India, while helping farmers and processors gain better value from rice bran by-products.

India is the world's largest importer of vegetable oils, including palm oil, soyoil and sunflower oil, sourcing them from countries such as Malaysia, Indonesia, Argentina, Russia and Ukraine.

Mehta said the resumption of de-oiled rice bran exports should make extraction profitable and boost supplies of rice bran oil, which India needs to reduce imports.

The Financial Express

05 OCT 2025

Cumilla EPZ creates 50,000 jobs, posts record $902m export

CUMILLA, Oct 4 (BSS): Cumilla Export Processing Zone (EPZ), established in 2000 to accelerate industrialization, investment, employment and exports, has emerged as one of the leading industrial hubs of Bangladesh, creating employment for around 50,000 people and setting a new record in exports this year.

Built on 267 acres of land with 243 industrial plots, Cumilla EPZ has achieved remarkable growth over the last 25 years.

In the 2024-25 fiscal year, goods worth about $902 million were exported from the zone to various countries, double its initial target of $400 million.

Forty six companies have provided employment to 50,000 people, which is making the local economy dynamic.

According to Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA), many foreign investors are interested in investing in Cumilla EPZ.

It can be seen on the ground that since dawn, the EPZ has been bustling with the busy movement of thousands of workers. The sound of machinery is adding to all the new stories of industry and export. It is breaking its own records.

BEPZA statistics show the zone's consistent performance over the past five years: In 2020-2021 fiscal year: Investment $61.02 million; exports $565.85 million, in 2021-2022 fiscal year: Investment $67.46 million; exports $814.82 million, in 2022-2023 fiscal year: Investment $50.23 million; exports $790.94 million, in

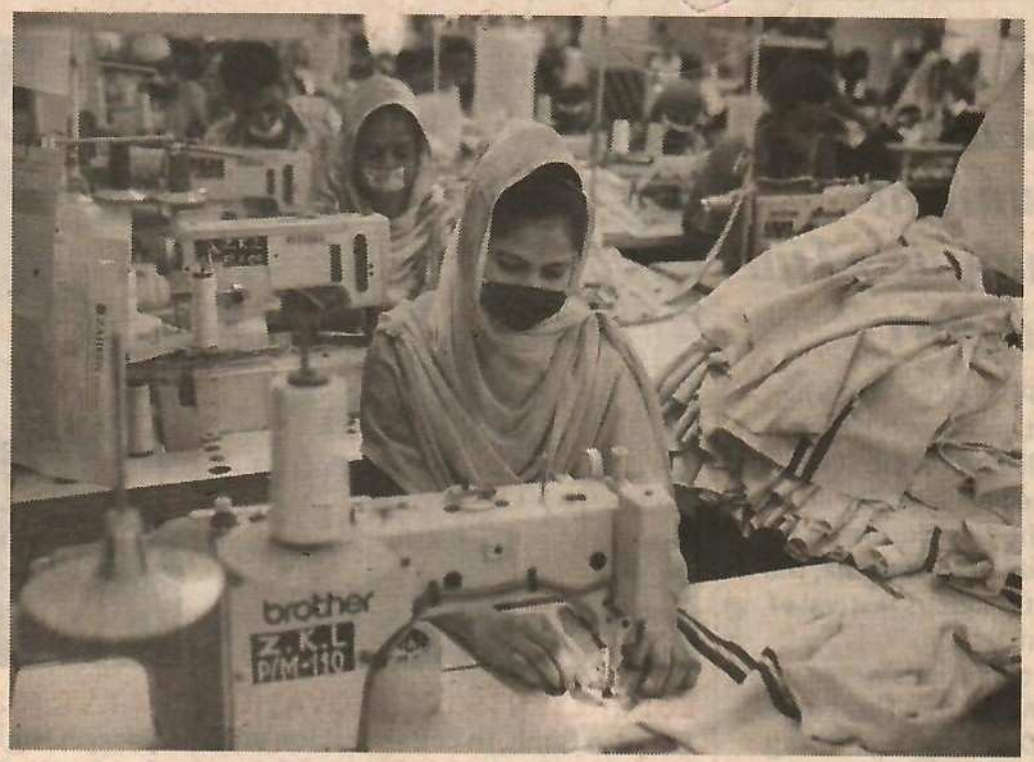

2023-2024 fiscal year: Investment $24.49 million; exports $711.37 million and in 2024-2025 fiscal year: Investment $25.54 million; exports $901.22 million.

Despite global challenges such as the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war, Cumilla EPZ has made a strong recovery, with new orders and exports continuing to rise.

Around 66 percent of women work in the EPZ, which is bustling with the works of about 50,000 workers. The salary and allowance expenses of the workers here are about Tk 250 crore every month which is also boosting the local economy. Unemployment is decreasing.

Sabina Akhter, a resident of Debidwar upazila, who works at Shruti Textiles, said, "I have been working for 5 years. Now I am a senior operator. I am living comfortably with my family on my salary. I am educating my children."

Memong Marma, who works at Brandix Textiles from Lakshmichhari in Khagrachhari, said, "My wife and I are working here. I am providing money to my parents in the village, and I am living well with my family here."

According to BEPZA, various products including ready-made garments, shoes, electronics, plastics and fashion accessories are exported to the United States, Japan and European countries. At least 15 countries are involved in investment.

So far, companies from 15 countries have invested in Cumilla EPZ, with total investments reaching $613 million, while six more enterprises are now under implementation. Around 270 foreign officials are currently stationed at the EPZ.

However, since all the plots have been allotted, there is no opportunity to set up new industries.

Investors said that exports have increased in the post-COVID period with the help of BEPZA and the government. Currently, many are interested in investing.

However, they said that the travel of foreign buyers will be easier if the Cumilla airport is opened.

Abdullah Al Mahbub, Executive Director of Cumilla EPZ, said, "Currently, we do not have any vacant plots to allocate. However, those who are currently working and have invested are expanding in various ways. They are increasing new institutions and investments in the vacant areas that have already been allocated. As a result, employment is also increasing."

He expressed optimism that exports and jobs will continue to grow even if fresh investment slows due to space limitations.

Cumilla EPZ is very close to the Dhaka-Chattogram highway and is showing itself as a strong pillar of the national economy.

If it is possible to expand the plots, the possibility of foreign investment will increase as well as employment and export opportunities will increase.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল

05 OCT 2025

রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রণোদনায় দুই হাজার কোটি টাকা ছাড়

সমকাল প্রতিবেদক

পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানির বিপরীতে নগদ প্রণোদনার জন্য এক হাজার কোটি টাকা ছাড় করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া রেমিট্যান্সে ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনার এক হাজার কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত দুটি চিঠি হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে পাঠিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ। হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে এ অর্থ ছাড় করে।

রপ্তানি প্রণোদনা-সংক্রান্ত চিঠিতে বলা হয়, রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র, হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ, চামড়াজাত দ্রব্যসহ অনুমোদিত অন্যান্য খাতের রপ্তানিতে এ প্রণোদনা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তৈরি পোশাক রপ্তানির বিপরীতে এক শতাংশ হারে বিশেষ নগদ সহায়তা রয়েছে। এসব প্রণোদনার প্রথম কিস্তিতে এক হাজার কোটি টাকা ছাড় করা হলো। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ৯ হাজার ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সাধারণত চার কিস্তিতে এ অর্থ ছাড় করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে দেবে। যথাযথ প্রক্রিয়া শেষে সবশেষে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে পাবেন রপ্তানিকারকরা।

২০২৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বেরিয়ে যাবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বিধিবিধান অনুসারে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর কোনো ধরনের রপ্তানি প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা দেওয়া যায় না। তাই রপ্তানি প্রণোদনা ধীরে ধীরে কমিয়ে ২০২৬ সালের জুলাই থেকে এটি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। তবে পরবর্তী সময়ে তিন কারণে প্রত্যাহারের সময়সীমা আরও পাঁচ মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে– যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কারোপ, স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য রপ্তানিতে ভারতের বিধিনিষেধ এবং গত বছর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর শিল্প খাতে অস্থিরতা। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ৪৩ খাতে রপ্তানি প্রণোদনা ও নগদ সহায়তা আগের মতোই বহাল রেখেছে সরকার। জাহাজীকরণ পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি প্রণোদনা এবং নগদ সহায়তার হার পণ্যভেদে দশমিক ৩০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ।

প্রবাসীদের রেমিট্যান্স বৈধ উপায়ে দেশে পাঠানোকে উৎসাহিত করতে আড়াই শতাংশ হারে প্রণোদনা দেয় সরকার। চলতি বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ করা অর্থ থেকে প্রথম কিস্তির এক হাজার কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রেমিট্যান্সের বিপরীতে এ প্রণোদনা দেয়।

গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদেশ থেকে রেকর্ড প্রায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার অর্থ পাঠান প্রবাসীরা। এ রেমিট্যান্সের বিপরীতে আড়াই শতাংশ হারে প্রণোদনা দিয়েছে সরকার। রেমিট্যান্স আয়ের দিক থেকে চলতি অর্থবছর ভালোভাবে শুরু হয়েছে। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৯ শতাংশ।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।